সংবাদ

তারিখ 18 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষা দিবসের আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হচ্ছে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ১৯৬২ সালে পাকিস্তানি সামরিকজান্তার গণবিরোধী শিক্ষানীতি এদেশের ছাত্র-জনতা প্রতিরোধ করেছিল। সেদিনের ছাত্র-জনতার আকাঙ্ক্ষা ছিল একটি গণমুখী সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন ও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষানীতি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দলমত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষের মতামতের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রত্যাশিত সেই শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়ন করছে। '৬২-এর শহীদদের প্রতি এটি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট আয়োজিত 'শিক্ষা দিবসে'র আলোকে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন : কাঙ্ক্ষিত অগ্রাধিকার, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষানুরাগীদের কাম্য ভূমিকা' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুকের সভাপতিত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য প্রফেসর ড. আআমস আরেফিন সিদ্দিক, ঢাবির শিক্ষক সমিতির সদস্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মোমতাজী, শিক্ষক সমিতির সভাপতি আজিজুল ইসলাম, কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি হাবিবুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এছাড়াও শিক্ষা দিবস উপলক্ষে গতকাল বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচি পালন করে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, অর্ধশতাব্দী ধরে ১৭ সেপ্টেম্বর প্রত্যাশিত : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৮

প্রত্যাশিত : শিক্ষানীতি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৬২ সালে ছাত্র-জনতার মিলিত অংশগ্রহণে সেই ঐতিহাসিক আন্দোলন হয়েছিল; তার পটভূমি ও দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাসঙ্গিকতায় এ দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ তৎকালীন সামরিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তখন এদেশের মানুষের ক্ষোভ ছিল, নির্যাতনের বিরুদ্ধে আক্রোশ ছিল, গণতন্ত্রের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল, সর্বোপরি ছিল মুক্তির প্রত্যাশা। সেদিনের শিক্ষা আন্দোলন শুধু শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না, ছিল সম্মিলিত প্রত্যাশার প্রকাশ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও মতাদর্শ আমাদের নতুন প্রজন্মের ওপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। ১৯৫৯ সালে শরীফ কমিশন শিক্ষানীতি, ১৯৬৪ সালের হামুদুর রহমান শিক্ষানীতি, পরবর্তীতে এয়ার মার্শাল নূর খানের শিক্ষানীতিসহ নানা তৎপরতা চালিয়েও তারা ব্যর্থ হন। এসব শিক্ষানীতি এদেশের সব ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করলেও সমর্থন করেছিল তৎকালীন জামায়াতে ইসলামী দল ও তার ছাত্র সংগঠন ছাত্র সংঘ। তিনি বলেন, শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকে সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি গুণগত পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। এখন প্রতিবছর জানুয়ারিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সোয়া তিন কোটি ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৩ কোটি নতুন বই তুলে দিয়ে ক্লাস শুরু, ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা, ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু, ৬০ দিনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে ফলাফল, ১ জুলাই কলেজের ক্লাস শুরু, সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্র চালু, কারিকুলাম যুগোপযোগী, সর্বস্তরে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, ২০ হাজার ৫০০ স্কুলে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালু, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ নানা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে শিক্ষা খাতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং হচ্ছে।